Sanatan Dharma

মানুষের হৃদয়ের পাঁচটি পর্যায়

মানুষের হৃদয়ের পাঁচটি পর্যায়

মানুষের হৃদয়ের পাঁচটি স্তর রয়েছে: অন্ধকার, চালিত, স্থির, নিবেদিত এবং শুদ্ধ। হৃদয়ের এই বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা মানুষ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, এবং তার বিবর্তনীয় অবস্থা নির্ধারিত হয়।

অন্ধকার হৃদয়
মানুষের অন্তরের অন্ধকার অবস্থায় মানুষ ভুল ধারনা করে; তিনি মনে করেন যে সৃষ্টির এই স্থূল বস্তুগত অংশটিই একমাত্র প্রকৃত পদার্থ এবং এর বাইরে আর কিছুই নেই।

চালিত হৃদয়
মানুষ যখন একটু আলোকিত হয় তখন সে তার জাগ্রত অবস্থায় জড়ো হওয়া বস্তুগত সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত তার অভিজ্ঞতার তুলনা করে, স্বপ্নে তার অভিজ্ঞতার সাথে, এবং পরেরটিকে নিছক ধারণা বলে বুঝে, আগেরটির সারগর্ভ অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে। তার হৃদয় তখন মহাবিশ্বের প্রকৃত প্রকৃতি জানতে চালিত হয় এবং তার সন্দেহ দূর করার জন্য সংগ্রাম করে, সত্য কী তা নির্ধারণ করার জন্য প্রমাণের সন্ধান করে।

স্থির হৃদয়
যদি একজন মানুষ বাপ্তিস্মকৃত অবস্থায় চলতে থাকে, পবিত্র স্রোতে নিমজ্জিত থাকে, তবে সে ধীরে ধীরে একটি মনোরম অবস্থায় আসে যেখানে তার হৃদয় বাহ্যিক জগতের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং অভ্যন্তরীণ জগতের প্রতি স্থির হয়।

নিবেদিত হৃদয়
এই নিবেদিত রাজ্যে মানুষ, ভুর্লোকা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে, আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের জগত, স্বরলোকে আসে, চৌম্বকীয় আধ্যাত্মিক জগত, তখন সে চিত্ত, হৃদয়, সৃষ্টির আধ্যাত্মিক চৌম্বকীয় তৃতীয় অংশ বুঝতে সক্ষম হয়।

শুদ্ধ হৃদয়
মানুষ ক্রমাগত তার নিজেকে আরও উপরে তুলে নেয় আধ্যাত্মিকলোকে- তারপর সমস্ত অজ্ঞতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তার হৃদয় একটি শুদ্ধ অবস্থায় আসে, সমস্ত বাহ্যিক ধারণা থেকে শূন্য। তারপর মানুষ আধ্যাত্মিক আলো, ব্রহ্ম(মহাবিশ্বের আসল), যা সৃষ্টির শেষ এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক অংশ বুঝতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়ে মানুষকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বলা হয়।

Published on: Dec, 22 2022 13:14